মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা	পুরুল্যা	২০ এপ্রিল, ২০২৪, শনিবার	৭ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 20 Issue	Purulia	20 April, 2024, Saturday	7 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

শিরোনামে সেই কোচবিহারই! তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষে রক্তারক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ যত কাণ্ড কোচবিহারে! নির্বাচনের প্রথম দফায় সকাল থেকেই শিরোনামে নিশীথ-উদয়নের কোচবিহার। কোথাও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আক্রান্ত হলেন তো কোথাও মাথা ফাটল বিজেপির বুথ সভাপতির। কোথাও আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে তো কোথাও পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, শুক্রবার সকাল নটার মধ্যে নির্বাচন কমিশনে বহু অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। যার মধ্যে অধিকাংশই কোচবিহার সংক্রান্ত। শুরুটা হয় ভোটের আগের দিন রাতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত। দিনহাটায় হাঁসুয়ার কোপে জখম তৃণমূল কর্মী। তুফানগঞ্জে আবার বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। এই পরিস্থিতি বিজেপি এবং শাসক শিবিরের মধ্যে চলছে অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের পালা। সেই ট্রেন্ড চলছে ভোটের সকালেও। এদিন সকালে প্রথম খবর আসে কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বাঁধে। সূত্রের খবর, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ভোটের ডিউটিতে থাকা জওয়ান নীলেশ কুমার মিলু। বাইশগুড়ি হাইস্কুলে মোতায়েন ছিলেন ওই কর্মী। তাঁর নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। এর পর কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের বুথে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করে বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ও তৃণমূলের পতাকা লাগানো ছিল। দ্রুত প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানায় বিজেপি। অভিযোগের পর ছবি-পতাকা দ্রুত সরায় তৃণমূল। আবার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বরকোদালি গ্রামে তৃণমূলের অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। তুফানগঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের বক্সিরহাট এলাকায় বিজেপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। চান্দামারিতে বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ফাটল মাথা। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। তবে অশান্তি দানা বেঁধেছে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার চান্দামারিতে। সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল-বিজেপি। জখম হয়েছেন একাধিক।

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা বিশ্বজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ অবশেষে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বনগাঁ লোকভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন বিশ্বজিৎ। পরে অবশ্য আবার 'পুরনো দল' তৃণমূলে যোগ দেন। সেই বিশ্বজিৎকে এ বার বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ভোটে লড়ার আগে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা-না দিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারত বিজেপি। শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিশ্বজিৎ দাবি করেন, বিজেপিতে কাজের পরিবেশই নেই। গত জানুয়ারিতে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে নিজের বিধানসভা এলাকায় গিয়ে ভোটারদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ। তাঁকে এক গ্রামবাসী সরাসরি প্রশ্ন করেন, "তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন, ভোটে জিতে আবার তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। আপনাকে কী অভিযোগ করব?" তখন দলবদল নিয়ে বিশ্বজিতের জবাব ছিল, "বিধায়কের কোনও দল হয় না।" লোকসভা ভোটে তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেওয়ার পর হেলেঞ্চা বাজারে বিধায়ক হিসাবে শেষ বক্তব্য করেন বিশ্বজিৎ। সেখানে তিনি বলেন, মানুষের জন্য দলবদল করে বিজেপির প্রতীকে ভোটে লড়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তরে ছিলেন। বনগাঁর মানুষের কাছ থেকে যে সহায়তা পেয়েছেন, তা সারা জীবন মনে রাখবেন।

ভোটকেন্দ্রের বাইরে মৃত্যু সিপিএম কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটকেন্দ্রের বাইরে দলের ক্যাম্পে বসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল সিপিএম কর্মীর। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির ঘটনা। সিপিএম সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রদীপ দাস। তাঁর বয়স ৫৮। সিপিএম সূত্রে খবর, ধূপগুড়ি ব্লকের বিনয় সাহা মোড় এলাকার ১৫/১২৪ নম্বর বুথের বাইরে দলের ক্যাম্পে বসেছিলেন প্রদীপ। সেই সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পড়ে যান মাটিতে। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রদীপকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। কী ভাবে প্রৌঢ়ের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার জানান, প্রদীপ বিনয় সাহা মোড় এলাকারই বাসিন্দা। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র রয়েছেন। বাজারে সব্জি বিক্রি করতেন। জয়ন্ত বলেন, "ক্যাম্পে বসে দলের কাজ করছিলেন। ওই সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।" এদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানালেন, যে বেশ কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর এসেছে তার জেরে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে কোচবিহার থেকেই। সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানালেন, শুক্রবার মোট ৫৮১৪ বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে। ১০০ শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। সব বুথের ওয়েব কাস্টিং হয়েছে। ২৭ হাজার ৯০৭ ভোট কর্মী কাজ করেছেন। ৫৮১ মাইক্রো অবজারভার ছিল। তিন আসনে মোট ৩৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

'দক্ষিণেও মোদি ম্যাজিক, ফলেই দেখতে পাবেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ মনোনয়ন জমা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার লোকসভা ভোটের প্রথম পর্বের দিনই গান্ধীনগর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন তিনি। পরে সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে দাবি করতে দেখা যায়, এবার ৪০০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে এনডিএ। দক্ষিণ ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে তা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে বলেই জানান শাহ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমার বিশ্বাস এবার দক্ষিণে আমাদের প্রদর্শন সর্বকালের সেরা হতে চলেছে। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক- এই রাজ্যগুলোয় আমরা দারুণ ফল করব। এই প্রথম দক্ষিণ ভারতে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে, যার জোরে আমরা প্রচুর ভোট পাব।"

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে বিজেপি তামিলনাড়ুতে ৫.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তা ২০১৯ সালে কমে ৩.৭ শতাংশে পৌঁছায়। যদিও কেরলে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৯৩ শতাংশ হতে দেখা গিয়েছে প্রাপ্ত ভোট। যদিও দুই রাজ্যেই একটিও আসন পায়নি বিজেপি। দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কর্নাটকেই বিজেপির শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে। গতবার ২৮ আসনের মধ্যে ২৫ আসন পেয়েছিল বিজেপি। তাই এবার তামিলনাড়ু ও কেরলেই বেশি জনসভা করতে দেখা গিয়েছে মোদিকে। '৪০০ পার' করতে হলে যে দক্ষিণ ভারতে অনেক আসন জিততে হবে, তা জানে গেরুয়া শিবির।

এদিন অমিত শাহর কথাতেও সেই ইঙ্গিতই ধরা পড়ল। এদিকে এদিন শাহ আরও বলেন, "আমি গান্ধীনগর আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে বিজেপি আমাকে সেই আসনের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে যেখান থেকে শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আদবানি, শ্রদ্ধেয় অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। গত ৩০ বছর ধরে আমি এই আসনের বিধায়ক ও সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।" পাশাপাশি মনোনয়ন জমা দেওয়ার এই মুহূর্তকে 'বিজয় মুহূর্ত' বলেও উল্লেখ করেছেন অমিত শাহ ।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

হামলার পর জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ইরানের একটি লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কায় আজ শুক্রবার জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৩ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও এরপর বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে। রয়টার্স জানায়, ইরানে হামলার পর ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২ ডলার ৬৩ সেন্ট বা ৩ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮৯ ডলার ৭৪ সেন্টে ওঠে। একই সঙ্গে ওয়েস্ট টেক্সেস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ২ ডলার ৫৬ সেন্ট বা ৩ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮৪ ডলার ৬৬ সেন্টে উঠেছে। দুপুর ১২টায় ওয়েল প্রাইজ ডট কমের তথ্যানুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রুডের ব্যারেলপ্রতি দাম কিছুটা কমে ৮৮ ডলার ৭৬ সেন্টে রয়েছে। অন্যদিকে ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ৮৪ দশমিক ৫৩ সেন্টে রয়েছে। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি নিউজ আজ শুক্রবার সকালে জানায়, ইরানের একটি লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। পরে ইরানের সরকারি গণমাধ্যম বলেছে, দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। ইসরায়েলে ইরানের হামলার কয়েক দিন পরই পাল্টা হিসেবে এ হামলা হয়েছে। ইরানের বার্তা সংস্থা ফারস বলেছে, মধ্যাঞ্চলের শহর ইস্পাহানের একটি সেনাঘাঁটির কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, এটা কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নয়। ইরানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার কারণেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়েছে, 'মধ্যরাতের একটু পরেই ইস্পাহানের আকাশে তিনটি ড্রোন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ নিরাপত্তাব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়। আর এর ফলে ড্রোনগুলো আকাশেই ধ্বংস করে ফেলা হয়।' গত শনিবার ইসরায়েলে নজিরবিহীন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এর আগে ইসরায়েলে ইরান হামলা চালাতে পারে এই আশঙ্কায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ে। ১২ এপ্রিল ডব্লিউটিআই ক্রুডের প্রতি ব্যারেলের দাম ১ দশমিক ১৪ ডলার বা ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়ে ৮৬ দশমিক ১৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ব্রেন্ট ক্রুডের প্রতি ব্যারেলের দাম ১ দশমিক শূন্য ৪ ডলার বা ১ দশমিক ১৬ ডলার বেড়ে ৯০ দশমিক ৭৯ ডলারে ওঠে। গত বছরের অক্টোবরে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ইসরায়েল-ইরান দ্বন্দ্বের খবরে গত কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

অর্থনীতি গতিশীল, চিন্তা পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ এক দিন আগেই আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (আইএমএফ) ২০২৪ সালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৫% থেকে বাড়িয়ে ৬.৮% করেছিল। আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের বাণিজ্য ও উন্নয়ন শাখা (ইউএনসিটিএডি) জানাল, এ বছর সেই হার হতে পারে ৬.৫%। যাকে ইতিবাচক হিসেবেই ব্যাখ্যা করছে তারা। সে ক্ষেত্রে এ বছরও বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধির তকমা ধরে রাখতে পারবে ভারত। কিন্তু আমেরিকার অর্থসচিব জ্যানেট ইয়ালেনের সতর্কবার্তা, ইজ়রায়েলের উপরে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রেক্ষিতে তেহরানের উপরে নতুন আর্থিক নিষেধাজ্ঞার কথা চিন্তাভাবনা করছে তাঁর দেশ। আর তার বাস্তব রূপায়ণ হলে পশ্চিম এশিয়ার জটিলতা বিশ্ব অর্থনীতির সামনে নতুন বিপত্তি তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, করোনার পরে ভারতের পাশাপাশি, আমেরিকা, চিন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যা সাহায্য করেছে বিশ্ব অর্থনীতির গতি বৃদ্ধিতেও। কিন্তু এখন নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, পশ্চিম এশিয়ার অশান্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জোগান-শৃঙ্খলের সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, বেসরকারি লগ্নি হ্রাস পাওয়া ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য। এই অবস্থায় ইরানের উপরে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা চাপলে তার প্রতিক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পড়তে বাধ্য। বিশেষ করে যখন হুথি জঙ্গিদের আক্রমণে লোহিত সাগরের মতো বাণিজ্য পথ কার্যত অবরুদ্ধ। ভারতের পক্ষেও তার বিরূপ প্রভাব এড়ানো কঠিন। এ সপ্তাহে আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের বসন্ত বৈঠকে এই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হওয়ার কথা। আজকের রিপোর্টে ইউএনসিটিএডি জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ভারতের আর্থিক অগ্রগতির হার ছিল ৬.৭%। যার মূল চালিকাশক্তি ছিল পরিষেবা ক্ষেত্র এবং সরকারি খরচ। এ বছর সেগুলি তো অব্যাহত থাকবেই, সেই সঙ্গে বাড়তি সাহায্য করতে পারে উৎপাদন ক্ষেত্র। সরাসরি চিনের নাম না করে রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অতিমারির পর থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদনের জায়গা এবং জোগানশৃঙ্খলকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। ভারতও সম্প্রতি উৎপাদন ক্ষেত্রকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে বিদেশি সংস্থাগুলি। সে ক্ষেত্রে এ দেশে উৎপাদিত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধি পাবে। যা বাড়তি জ্বালানি জোগাবে আর্থিক বৃদ্ধিতে। এই প্রসঙ্গে অনেকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আগামী সপ্তাহের গোড়ায় টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্কের ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করার কথা। সব কিছু ঠিক চললে অদূর ভবিষ্যতে এখানে টেসলার কারখানা গড়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। তবে এর পাশাপাশি রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির হার এখনও প্রত্যাশিত জায়গায় না নামায় অদূর ভবিষ্যতেও রিজ়ার্ভ সম্ভবত ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাবে না। সাধারণ মানুষও হাত খুলে খরচের ব্যাপারে কিছুটা সতর্ক থাকবেন। তবে এই ঘটতিকে পুষিয়ে দেবে ধারাবাহিক সরকারি খরচ। ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি বাড়তে পারে ২.৬%। গত বছরের (২.৭%) চেয়ে যা সামান্য কম।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৩১১৯
রূপা (১ কেজি) : ৮৩২২১
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫২

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩০৮৮.৩৩
নিফটি—	২২১৪৭.০০
ন্যাসডাক—	১৫৪৪৩.৯০
এ.সি.সি—	২৪০৫.৮৫
ভারতী টেলি—	১২৮৯.৩০
ভেল—	২৫৪.২৫
এল এন্ড টি —	৫২৩৪.২০
টাটা মোটর্স—	৯৬৩.২০
টি.সি.এস. —	৩৮২৭.৪৫
টাটা স্টিল—	১৬২.১০
ডাবর —	৫০৪.৩৫
গোদরেজ —	৮২৫.০৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫৩১.৩০
আই.টি.সি.—	৪২৪.৮০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৫.১৫
সিপলা —	১৩৪৫.৩৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৬৮.৮৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৫০.০০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৬৬.৪০
সেল—	১৪৫.৯৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৫০.৮০
সিমেন্স—	৫৫৬৪.০৫
ফাইজার—	৪১৫৫.০০
ইউনিটেক—	১১.২২
উইপ্রো—	৪৫২.৮৫
ডা. রেড্ডি—	৫৯৪২.৬৫
মারুতি—	১২৬৬৯.৩৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০২৯.৫০
টি সি আই —	৮৫০.৬৫
মহানগর টেলি —	৩৪.৯১
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২৭.০০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ২০ এপ্রিল

১৮০৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্ম। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্স ক্রমশ, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করে ফলে, দেশে প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে। নেপোলিয়ন প্রথম ছিলেন কনসুলেট। তিনি প্রথম প্রজাতন্ত্রের আমলেই ফ্রান্সের রাজনীতি ঢুকে পড়েন। ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত ফার্স্ট কনসাল ছিলেন তিনি। পরে নিজেই সম্রাট হন। ১৮১৫ সালের পর সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পরে বুরবোঁ রাজবংশের ফের উত্থান ঘটে কিন্তু ১৮৪৮ সালে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করে। তার পরে ১৮৫২ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ান সম্রাট হয়ে বসেন ফ্রান্সে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতাই ছিলেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

১৬৮৯ লন্ডনবেরি এলাকাটি দখলের জন্য লড়াই শুরু হয়। এই লড়াই অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

১৮৯১ ইবসেনের নাটক হেড্ডা গাবলার ইংরেজিতে প্রথম লন্ডনে অভিনীত হয়। লন্ডনের হুদাভিল থিয়েটার হলে এটি অভিনয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়েগিয়েছিল। হেনরিক ইব সেন ছিলেন একজন স্ক্যান্ডি নেভিও নাট্যকার। তিনি প্রখ্যাত কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে আছে এ ডলস হাউস, দ ওয়াল্ড ডাক, দ মাস্টার বিল্ডার, পির গিন্ট এবং ব্রান্ড প্রভৃতি। ইবসেনের জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ সালে। তার মৃত্যু হয় ১৯০৬ সালে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯১৯

১		২		৩			৪
৫	৬						
৮			৯		১০		
		১১			১২		
	১৩			১৪			১৫
১৬			১৭			১৮	
১৯					২০		
		২১					

পাশাপাশি ঃ- ২) বহু টাকাকড়ি ধনসম্পত্তির মালিক ৫) বল্কল ৭) বুনো ওলের সঙ্গে এমন তেঁতুল চাই ৮) রামচন্দ্রের তনয় ৯) সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ১১) একশো ১২) ..... রঞ্জা ১৩) মানব ১৪) ঠান্ডা ১৬) অপূর্ব স্মৃতিসৌধ ১৮) ঝুড়ি ১৯) শুল্ক ২০) গৃহীনী ২১) মূল বিষয়বস্তু।

উপরনীচ ঃ- ১) স্বাবলম্বী ২) বিক্রমাদিত্যের এক অনুচর ৩) হাত পাল্টানো ৪) বাধাবিঘ্নতা ৬) বলব ৭) ভিতর নয় ৯) ..... বর ১০) লাল ১১) লজ্জা ১৩) লক্ষ্য ১৪) আকাশ থেকে পতিত বরফের টুকরো ১৫) অমাবস্যা ১৬) ক্ষমতা ১৭) ফেরিওয়ালা ১৮) ঋণ ২০) ঘাম।

উত্তর - ৫৯১৮

পাশাপাশি ঃ- ১। উপন্যাস। ৩) ময়াল ৫) বেতাল। ৭) ধড়। দীন। ১১) লতা। ১৩) মানী। ১৪) কাপাস। ১৭) বচন। ১৮) তদবির।

উপরনীচ ঃ-১) উপনদী। ২) সবিতা। ৩) মস্ত।৪) লগুড়। ৬) লক্ষ্য। ৭) ধকল। ৯) নবনী। ১০) ন্যাকা। ১২) তালেবর। ১৩) মাবধ। ১৫) পালিত। ১৬) ক্ষণ।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৭ বৈশাখ, ভাঃ ৩১ চৈত্র, **২০ এপ্রিল** ৭ বহাগ, সংবৎ ১২ চৈত্র সুদি, ১০ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬। **শনিবার,** দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১০।৫৮ মিঃ। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৪৩ মিঃ। ধ্রুবযোগ রাত্রি ঘ ৩।২৬ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ৯।৫৭ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৫৮ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**–সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ২।৪৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ঘ ৯।২২ গতে কণ্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ। **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**-নৈর্ঋতে, রাত্রি ঘ ১০।৫৮ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**- ঘ ৬।৫১ মধ্যে। ও ১।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৭।২১ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৬ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ২।৪৬ গতে অপরাহ্ন। **বিবিধ**-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ - আত্মগ্লানি। **বৃষ** - অনর্থপাত। **মিথুন** - মতানৈক্য। **কর্কট**-নির্যাতন। **সিংহ**- ক্রোধান্বিত। **কন্যা**-দুশ্চিন্তা। **তুলা**- বাসনা পূরণ। **বৃশ্চিক**- বন্ধুদ্বারা উপকৃত। **ধনু**- উচ্ছাশা। **মকর**- পকেটমারী। **কুম্ভ**- পারিবারিক শুভ। **মীন**-ব্যবসায় ক্ষতি।

আগামীকাল

মেষ -শরিকিদ্বন্দ্ব। **বৃষ**-সমস্যার সমাধান। **মিথুন**-মনস্তাপ। **কর্কট**-দেহপীড়া। **সিংহ**- ধনবৃদ্ধি। **কন্যা**- ভ্রমণে বিপদ। **তুলা**- গুহ্যপীড়া। **বৃশ্চিক**-সুনামহানি। **ধনু**- দ্বিমুখী আয়। **মকর**-ভ্রাতৃ বিরোধ। **কুম্ভ**-সন্তানে উদ্বেগ। **মীন**-শ্রীবৃদ্ধি।

জেলায়-জেলায়

সুরুলিয়া মিনি জু সহ ১২টি চিড়িয়াখানাকে নতুন রূপে সাজানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৯ এপ্রিলঃ রাজ্যের ১২টি চিড়িয়াখানায় এবার আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে। নতুনভাবে ২০ বছরের নিরিখে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে নতুন রূপে সাজানো হবে রাজ্যের মিনি জু থেকে পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানাগুলিকে। আগামী জুলাই মাস থেকেই ধাপে ধাপে বদলাতে শুরু করবে চিড়িয়াখানাগুলি। ইতিমধ্যেই কলকাতার হরিণালয় এবং শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির মাস্টার প্ল্যানের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। পুরুল্যা শহরের সুরুলিয়া মিনি জু পরিদর্শন করে এই সুখবর জানান ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী। তার জেরে দ্রুত হরিণালয়ে বাঘ-বাঘিনী এবং সিংহ-সিংহী আসছে।

এই গোটা বিষয়টি চলতি বছরের দুর্গাপুজোর আগে সমাপ্ত হবে। ফলে দুর্গাপুজোর সময় পর্যটকরা তা দেখতে পারবেন। ঝাড়গ্রাম ও পুরুল্যার সুরুলিয়া মিনি জু'কে সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী সাজানো হবে। সুরুলিয়ার মিনি জুকে পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরি বলেন, 'রাজ্যের ১২ চিড়িয়াখানার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হচ্ছে। হরিণালয় এবং বেঙ্গল সাফারির মাস্টার প্ল্যানের অনুমোদন মিলেছে। তাই হরিণালয়ে একজোড়া বাঘ ও সিংহ আসছে।' পুরুল্যার সুরুলিয়া চিড়িয়াখানায় চিতা বাঘ, ম্যাকাও এবং একাধিক ভাল্লুক, নেকড়ে হায়না নিয়ে আসা হবে। এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটির সদস্য সচিবের কথায়, 'পুরুল্যা ও ঝাড়গ্রামে আমাদের 'থিম' হল সেখানকার ল্যান্ডস্কেপে সমস্ত বন্যপ্রাণ চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসে ডিসপ্লে করা। সুরুলিয়ার চিড়িয়াখানাকে বনমহলের থিমেই তুলে ধরা হবে।' মাংসাশী এবং মাংসাশী নয় প্রাণীদেরকে পৃথকভাবে ডিসপ্লে করা হবে। পাখিদের ডিসপ্লেও থাকবে পৃথক। কোনও চিড়িয়াখানাতেই ছড়িয়ে থাকবে না বন্যপ্রাণ, পাখি। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সেই কাজ শুরু হয়েছে। পাখির ডিসপ্লে সুন্দরভাবে করা হয়েছে। যা ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা পক্ষী চিড়িয়াখানার মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া সুন্দরবন বন্যপ্রাণী পার্ক, ঝড়খালি এবং কোচবিহার রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানা দারুণভাবে করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান জমা পড়বে দার্জিলিং, হাওড়ার গড়চুমুকের। আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি চিড়িয়াখানা, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এবং সুরুলিয়া মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে জমা পড়ে যাবে।

তপ্ত বাংলায় বৃষ্টির আশা শোনাল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ বিগত কয়েকদিন ধরেই বাংলার একাধিক জেলায় চলছে তাপপ্রবাহ। টানা ৪ দিন ১৫ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চড়তে পারে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ। গরমের দাপট চলছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতেও। তবে এর মধ্যেও বৃষ্টির আশা করছে আবহাওয়া দফতর। সোম-মঙ্গল দক্ষিণের কিছু জেলায় বৃষ্টির ইঙ্গিত। যদিও হালকা বৃষ্টিতে গরম কমার আশা নেই। হাওয়া অফিস স্পষ্ট বলছে শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ দাবদাহে জ্বলবে। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত রোদে না যাওয়ার পরামর্শ আবহাওয়া দফতরের।

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল সংযোগ নিয়ে সমস্যা অব্যাহত, জট কাটছে না ভাবাদিঘির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিলঃ ভাবাদিঘির জট কাটছে না কিছুতেই। পূর্ব রেলের নির্মাণ বিভাগের কর্তারা এসে পরিদর্শন করলেও পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভাবাদিঘিকে সামনে রেখে আন্দোলনকারীরা আশা করছিলেন, তাঁদের দাবিতে সিলমোহর পড়বে। কিন্তু গোঘাটের 'ভাবাদিঘি জট' কাটল না এবারেও। রেলকর্তারা ভাবাদিঘি পরিদর্শন করে পশ্চিম অমরপুরে যান। সেখানে সমস্যা কাটানোর একটা আশ্বাস মিলেছে। তবে এই জট কাটিয়ে কাজ করতে পারলে এবং তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল সংযোগ গড়ে উঠলে বিরাট পথ খুলে যাবে।

ইতিমধ্যেই ভাবাদিঘি পরিদর্শন করেছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, হাওড়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার। কিন্তু গ্রামবাসীরা ওই দিঘির একাংশ বুজিয়ে ফেলে রেলপথ নির্মাণে আপত্তি তুলেছেন। তাই নিয়ে চলছে আন্দোলন। বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছে। রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা এখানে আসায় গ্রামবাসীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন, তাহলে বোধহয় নকশা পরিবর্তন করে রেল সংযোগ গড়ে উঠবে। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। এই বিষয়ে 'দিঘি বাঁচাও কমিটি'র সম্পাদক সুকুমার রায় বলেন, 'রেলের নির্মাণ বিভাগের কর্তারা এসেছিলেন বলে ভাবলাম সমস্যা মিটবে। কিন্তু তাঁরা আগের নকশা অনুযায়ী কাজ করতে চান। তাই কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

গ্রামবাসীরা একদিকে রেল সংযোগ চান। আবার ভাবাদিঘি অক্ষুন্ন থাকুক সেটাও চান। রেল তা মেনে নিতে নারাজ। কারণ ওই নকশায় কাজ করলে খরচ কমবে। আবার ঘুরে যাওয়ার ব্যাপার থাকবে না। রেলের কর্তারা জানান, দিঘির একপ্রান্তে জলের কিছুটা অংশ নিয়ে রেল লাইনটা যাবে। সেক্ষেত্রে নকশা কোনও বদল করা যাবে না। তখনই আপত্তি তোলে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা বলছেন, রেল এমনভাবে কাজ করলে জলাশয়ের আয়তন কমে যাবে। এই বিষয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (১) মনোজ বলেন, 'শুধু ভাবাদিঘির সমস্যার জন্য আমরা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সামনে থমকে আছি। আলোচনার সময় গ্রামবাসীরা সবাই তেতে ওঠায় কথা বলে লাভ হয়নি। তাই আলোচনা এগোয়নি।' তবে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে রাজ্য এবং জেলা প্রশাসনকে একটা বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেটা নিয়ে এখন ভাবনাচিন্তা চলছে। ওই জায়গা রেলপথের জন্য মিললে যেটুকু জলাশয় নেওয়া হবে বিকল্পে তার থেকে বড় জলাশয় গড়ে দেওয়া হবে। এমনকী গাছ কাটা পড়লে গাছ লাগিয়ে দেওয়া হবে। এখানে জমির দাম নিয়ে সমস্যা মিটলেও ভাবাদিঘির ভাগ দিতে নারাজ গ্রামবাসীরা। সুতরাং সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এই বিষয়ে 'রেল চালাও, গ্রাম বাঁচাও' কমিটির উপদেষ্টা ফটিক কাইতির কথায়, 'আমাদের জল নিকাশির দাবির সঙ্গে ওঁরা একমত হচ্ছে না। আগামী শনিবার তাঁরা আবার আসবেন বলেছেন।'

হতশ্রী দশা 'পথশ্রী'র, হাত দিয়ে রাস্তার ছাল ছাড়িয়ে ফেললেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটপ্রচারে বিভিন্ন জনসভায় রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সাধের সেই প্রকল্পের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়। সেখানে হাতের টানে মাদুরের মতো উঠে আসছে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত রাস্তার পিচ। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাঁকুড়ার রায়পুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর অঞ্চলের লেদরা মোড় থেকে রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান প্রথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার উপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

তাদের দাবি, এই পিচ রাস্তার চেয়ে অতীতের মাটির রাস্তা অনেক ভালো ছিল। এই রাস্তার উপর গাড়ি গেলেই উঠে যাচ্ছে পিচ। রাস্তার অবস্থা এখনই এমন হলে ভবিষ্যতে রাস্তার কী হাল হবে এই ভেবেই চিন্তিত এলাকাবাসী। যার জেরে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিজেপির দাবি, দুর্নীতি আর তৃণমূল এখন সমার্থক। সামনে ভোট। তৃণমূল নেতাদের পকেটে টাকা ভরাতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী দিনে। অন্যদিকে রাস্তা তৈরিতে যে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার তা কার্যত মেনে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক জানান, এলাকার মানুষের এই রাস্তাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই প্রথশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছিল। ঠিকাদার সংস্থা ঠিক মতো কাজ না করায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসন এবং জেলাশাসককে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে। বিজেপির আনা অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল বিধায়কের দাবি, এই কাজের সাথে তৃণমূলের কোনো কর্মী টাকা পয়সার সাথে জড়িত নয়।

গঙ্গার ধারে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিলঃ শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানার গঙ্গার ধার সংলগ্ন গান্ধীঘাট এলাকায় একটি গাছে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সত্যম সরকার (৩৯)। তাঁর বাড়ি সাগরদিঘি থানার বাড়ালা সাহাপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ফারাক্কা টাউনের কয়েকজন বাসিন্দা যখন গান্ধীঘাট সংলগ্ন এলাকায় প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন সেই সময় তাঁরা একটি বাবলা গাছে সত্যম সরকারের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। যে এলাকায় সত্যম সরকারের দেহ পাওয়া গেছে তার ১০০-২০০ মিটারের মধ্যে প্রচুর সিআইএসএফ জওয়ান প্রতিদিন ফারাক্কা ব্যারেজ পাহারা দেন। তাদের নজর এড়িয়ে কী করে একজন যুবক গান্ধীঘাটের মতো এলাকায় ঢুকে সকলের নজর এড়িয়ে আত্মহত্যা করল তা এলাকাবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে ফারাক্কা থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই যুবক মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। কী কারণে ওই যুবক সাগরদিঘি থেকে ফারাক্কাতে এসে আত্মহত্যা করলেন পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

হাওয়া গুনতেও কঞ্জুসি

৫৪৩টির মধ্যে প্রথম খেপে ১০২টি লোকসভা আসনে ভোট হয়ে গেল। মিডিয়া প্রচার করছে এবার ভোটের শতকরা হার অনেক বেশী। বিভিন্ন পন্ডিতদের বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজকাল শোনা কম, দেখা বেশী। একদিকে গোদি মিডিয়া ৪২৫টি আসন দেওয়ার জন্য মরিয়া, অন্যদিকে প্রথম খেপে বেশ কিছু মিডিয়া যাদের মধ্যে গোদি মিডিয়া নেই ৪০টির বেশী আসন বিজেপিকে দিতে চাইছে না। গোদি মিডিয়া সমীক্ষায় বলেছে এবার দক্ষিণ ভারতে বিজেপি ভাল ফল করবে। অন্য মিডিয়া বলছে দক্ষিণ ভারতে এবারও বিজেপি খালি হাতে ফিরবে। এ রকম বলা হচ্ছে কেন? এক পন্ডিতের ব্যাখ্যা হল ভোট পড়ার হার বেশী হলে তা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যায়, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট। এই অঙ্ক সব সময় কাজ করে না। যদি করত তাহলে বামফ্রন্ট ৩৪ বছর বাংলায় ক্ষমতায় থাকত না। ওড়িশায় বিজেডি ২৫ বছর ক্ষমতায় রয়েছে। আরও এরকম ছোট খাটো উদাহরণ উত্তর-পূর্ব ভারতে আছে। যারা ৪০টির বেশী আসন বিজেপিকে দিতে চাইছে না তারা দেশদ্রোহী অবশ্যই। তারা চায় না এদেশের ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ যা চাইছেন তা হল সনাতনী হিন্দুদের জন্য এই দেশ হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষিত হোক, সেই সঙ্গে মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকেদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। অসমের মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার সে কথা বলে দিয়েছেন যেমন পর পর তিনজন বিজেপি সাংসদ বলেছেন মোদি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে সংবিধান বদল করা হবে। সংবিধান বদল হলে কার অসুবিধা। ৮০ শতাংশ মানুষের মধ্যে কত জন চাইছেন পুরোনো সংবিধান থাক, এ নিয়ে ভোটাভুটি করে নিলেই হয়। তাহলেই বোঝা যাবে কারা হিন্দু রাষ্ট্র চাইছেন, কারা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাইছেন এবং সংখ্যালঘুরা কি চাইছেন?

মনে হচ্ছে কোন সমীক্ষাই মিলবে না। বরং উল্টো ফল হবে। ১০২টি আসনের মধ্যে প্রায় ৯০টি আসন চলে যাবে বিজেপির দিকে। শোনা যাচ্ছে ইভিএম ঠাকুরের পূজাপাশা ঠিক মত করা হয়েছে। ইভিএম ঠাকুর এবারও বেইমানি করবে না। মানুষ বেইমানি করতে পারেন তবে ইভিএম করবে না। ইভিএম যদি বেইমানি না করে তাহলে মোদির তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসা ঠেকাবে কে? ইতিমধ্যে ইভিএম-র কেস আদালতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সম্ভবত জুনের আগে আর সেখান থেকে বেরোবে না। তারপরও যদি কেউ বলে বিজেপি জিতবে না তাকে পাগল খানায় পাঠাতেই হবে। যার বিকল্প তিনি নিজেই তাকে হারানোর সাধ্য কার? যারা জিতব বলে চিৎকার করছেন আগে তাদের জামানত থাকুক। সংসদ বিরোধী শূন্য হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় পাকা। অপেক্ষা শুধু ঘোষণার। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৪ জুন পর্যন্ত। দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক আগামী দিনে আর ভোট ভোট করে মাথা খারাপ করতে হবে না। এ থেকে তারা মুক্তি পাবেন। এটা কম সুখের খবর নয়। দেশের মানুষ সেই সুখের দিনের অপেক্ষায়।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্‌কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্‌কর্তুমর্হসি।

(গীতা ৩।১৯-২০)

'তুমি সদাসর্বদা আসক্তিরহিত হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্মের আচরণ করো, কেননা আসক্তিরহিত হয়ে যে মানুষ তা করে সে পরমাত্মাকে লাভ করে। রাজা জনকের মতো অনেক মহাপুরুষও কর্মের দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে তুমিও (নিষ্কামভাবে) কর্ম করার যোগ্য।'

কর্মযোগের তত্ত্ব

কোনো জিনিসের জন্য আমরা কেন তঁকে বলব? আমাদের অপেক্ষা তাঁর গরজই বেশি। এইজন্য নিঃশঙ্ক হয়ে যান, নিশ্চিন্ত হয়ে যান, নির্ভয় হয়ে যান এবং নিঃশোক হয়ে যান। শঙ্কা নয়, চিন্তা নয়, ভয় নয়, শোক নয়। তৎপরতার সঙ্গে নিজের কর্তব্যকর্ম করুন—

কর্মযোগের তেমন প্রচার নেই, গ্রন্থ নেই, জ্ঞাতা নেই—তাই একে কঠিন বলে মনে হয়। বাস্তবে এতে কঠিনতা নেই। কর্মযোগ খুবই সহজ, সরল। করতে চাইলে এ সহজ হয়ে যায়। কামনা থাকায় প্রথমে একে কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু কামনা ত্যাগ করলে এ সহজ হয়ে যাবে। কর্মযোগ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ক্রমশ...

মিরিকোনডিবিয়ায় নন্দ বসাক

(কল্পবিজ্ঞানের গল্প)

তরুণার্ক লাহা

(পরবর্তী অংশ...)

- ফুলকি কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

- মরবে না। একটু বিরহ থাকা ভালো।

নন্দ ভীষণ অবাক হয়,এই ভিনগ্রহী মানুষগুলো বৌ,বিরহ এসব বোঝে?

একটা হাসি যন্ত্রের মধ্যে পাক খেতে লাগল। নন্দ চারদিকে তাকায়। হাসির সাথে সাথে চারদিকে নীল আলো জ্বলছে। একটা সুগন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়ল যন্ত্র জুড়ে। নন্দ জিজ্ঞেস করে- তুমি হাসছ? আমার তো কান্না পাচ্ছে।

আজব লোকটা হাসি থামিয়ে বলল- আমরা ভিন গ্রহের বাসিন্দা হলেও আমাদের সংসার আছে। বৌ ছেলে আছে। বুঝলে? এখন ফুলকির কথা ভুলে যাও।

নন্দ সত্যি সত্যি ফুলকির কথা আর ভাবতে পারছে না। ফুলকির মুখটা স্মৃতি থেকে আবছা হয়ে যাচ্ছে।

আজব লোকটা বলল- আমাদের গ্রহ সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না? ঠিক আছে আমিই নাহলে বলছি। আমাদের মঙ্গল গ্রহটা এই পৃথিবীর মতোই ছিল। সাগর নদী সব। সময় সময় বৃষ্টি হতো। চাষ আবাদ হতো। পৃথিবীর মতোই সবুজ ছিল এই গ্রহটা। তুমি তো জানো, বদ লোকের কখনো অভাব হয় না। এরা অন্যের ক্ষতি করে, আবার নিজের ক্ষতিও ডেকে আনে। অতিরিক্ত লোভের বশে তারা গাছ পালা কেটে ফেলে। মঙ্গলে অক্সিজেন ছিল না। ছিল মক্সিজেন। বাতাসে খুব অল্প পরিমানে ছিল। তবে একটুতেই কাজ হতো। একবার শ্বাস নিলে প্রায় দুঘণ্টা শ্বাস নেওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু সেই মক্সিজেনও চুরি হতে লাগল। আমাদের বিজ্ঞান ছিল খুব উন্নত। উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে মক্সিজেন চুরি করে অন্য গ্রহে বিক্রি করে আসত।

- মক্সিজেন আর কী কাজে লাগত?

- বিভিন্ন অদৃশ্য যুদ্ধ বিমানের জ্বালানি তৈরি হতো। তাছাড়া শুনলে অবাক হবে,নানা উন্নত যন্ত্রে সাহায্যে আমরা বিভিন্ন গ্রহ,উপগ্রহে যেতে পারতাম। একদিন কয়েকজন অত্যন্ত লোভী মানুষ মঙ্গলের উপর রাজত্ব করার জন্য যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। বিধ্বংসী বোমা ফেলা হয়। গাছ পালা নষ্ট হয়ে যায়। নদী নালা শুকিয়ে যায়। মঙ্গলের মাটির রঙ আস্তে আস্তে লাল হয়ে যায়। মানুষ ঘর বাড়ি অট্টালিকা সব ছেড়ে পাশের গ্রহে পালিয়ে যায়। তবে আমরা সব জোটবদ্ধ হয়ে ওই পাজি বদমাইসগুলোকে ঢুকতে দিই নি। আমার মনে ওরা ছদ্মবেশে তোমাদের পৃথিবীতে চলে গেছে। খুব সাবধান। ওরা তোমাদের পৃথিবীকে শেষ করে ছাড়বে।

আজব লোকটা থামে।

নন্দর মন্দ লাগছে না আজব লোকটাকে। বেশ মিশুকে। কথা বার্তা বন্ধুর মতো।

আজব লোকটার কথা শুনে নন্দ একটু ভয় পায়। পাজি লোকগুলো তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব করছে? তাদের পাড়ার নাড়ু গোপালের চা এর দোকানে রোজ খবরের কাগজ আসে। মুরুব্বি গোলক পাড়ুই খবরের কাগজটা জোরে জোরে পড়ে। নন্দ দোকানে চা না খেলেও খবর শোনার জন্যই দোকানে যায়। এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে সব শুনতে থাকে। নাড়ু চাএর কথা বললেও কান মাথা নাড়ে না। পাড়ার ছেলে। তাই নাড়ু কিছু বলতে পারে না। নতুন কিছু খবর শুনলেই রাতে বিছানায় শুয়ে নন্দ সুন্দর করে ফুলকিকে খবরটা শোনায়। ফুলকি চোখ কপালে তুলে বলে- তাই নাকি গো? এই জনমে আর কত কী শুনব।

সেদিন গোলক পাড়ুই বলতে থাকে,জানিস তোরা,আমাজনের জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে?

নন্দ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে- কী করে লাগল কাকা?

গোলক পাড়ুই নস্যি টানার মতো জোরে শ্বাস নিয়ে বলে- মানুষ বড়ো শয়তান। নিজেদের আখের গুছানোর জন্য আগুন লাগাই দিয়েছে। পৃথিবীতে এটাই নাকি গভীর জঙ্গল। কথায় বলে পৃথিবীর ফুসফুস। এই জঙ্গলটা পুড়ে গেলে কী হবেক বল দিকি। আমার ত মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীটা শ্মশান হয়ে যাবেক। সব বরফ গলতে শুরু করেছে। ইবার ভাব,কুথায় যাবি।

নন্দ চিন্তিত। সত্যি তো,পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেলে কোথায় যাবে সবাই?

ফুলকিকে রাতে ঘটনাটা বলতেই প্রায় কেঁদে ফেলে- চল না অন্য কুথাও পালাই?

নন্দ হাসতে হাসতে বলে- কুথায় পালাবে? ইখানেই মরতে হবেক।

সেদিন রাতে ফুলকি দুচোখের পাতা এক করে নি। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে ছিল। তখন স্বপ্ন দেখে নন্দ নাকি তাকে ছেড়ে অন্য গ্রহে পালিয়েছে। নন্দ সেকথা শুনে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল।

(পরবর্তী অংশ পরের শনিবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কুমুদ কথায় অজয়

তন্ময় কবিরাজ

"ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ও নদীরে..."হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই কালজয়ী গানের কথাই মনে এলো কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে অজয় নদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে। কারন কবি কুমুদ রঞ্জনের জীবনে মিশে গেছে অজয়ের স্রোত। রূপসী বাংলার মাধুর্য্য খুঁজতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ পেয়েছিলেন গাঙ্গুর- বেহুলা, জীবন সংগ্রামের ইতিকথার জীবন্ত দলিল হয়ে রয়েছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মা, বা কখনও তারাশঙ্করের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের কাছে নদী কেবল চলমান স্রোতের গতিধারা নয়,তিনি অজয়ের মধ্যেই গ্রামীণ জীবনের উঠানামার গল্প রচনা করেছেন। অজয় কবি কুমুদ রঞ্জনের সুখের কাব্যিক মেটাফরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং পথচলতি জীবনের সাক্ষ্য বহন করা বন্ধু। তাই হাজার বিপত্তি কাটিয়ে তিনি বলেন,"অভয় মাগি মনের কথা বলতে পারি কি/উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী। "কবিতায় আমার শব্দের অর্থ শুধু ব্যক্তি কবিই নন, বরং তার সঙ্গে জড়িত নদী তীরবর্তী জীবন। নদীর বাধা থাকলেও নদী মাত্রিক বাংলাদেশে নদীকে ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। আয়ারল্যান্ডের "রাইডার্স টু দ্যা সী" নাটকে মরিয়া নদীতে তাঁর সব সন্তানদের তিনি হারিয়েছেন, আবার নদীই তাঁর জীবিকার উৎস। নিয়তির এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই এক স্বতন্ত্র জীবন বয়ে চলে যাকে যুক্তি বুদ্ধিতে সবসময় গ্রহণ করা অসম্ভব। কবি কুমুদ রঞ্জন তাঁর প্রিয় অজয়ের উদ্দেশ্যে লিখছেন,"অজয় আমার ভাঙবে গৃহ, হয়তো দুদিন বই/তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুটতে পারি কই?/সে তো কেবল নদ নহেক, নয়ক সে জল/সে তরল গীতগোবিন্দ চৈতন্যমঙ্গল। "অজয়ের বানের ভাঙন আসবেই। জীবনের দুর্দশার কাছে মানুষের কি করার আছে? নিয়তির কাছে সব সঁপে দিলেই সবাইকে ভালবাসা যায়। কারন কবি জানেন,এই অজয়ের তীরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, আবার এই অজয়ের কৃপায় "বনকে করে শ্যামল এবং মনকে করে সমৃদ্ধি। "কবি অজয়ের তীরে যেমন গ্রাম্য জীবনকে উপভোগ করেছেন, তেমনই অজয়ের ধারে তিনি খুজেঁ বেড়িয়েছেন ইতিহাসের গলিপথ। অজয় যেনো কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বারানসির গঙ্গা, যার তীরে কাশী বিশ্বনাথ থেকে মনিকর্নিকার চির আগুনে মিশে গেছে পুরাণের সঙ্গে বিশ্বাস যা আজও প্রবাহমান। অজয়ই হয়ে উঠেছে কবির কাব্য প্রেরণা, মঙ্গল বৈষ্ণব কাব্যের আঁতুড়ঘর। তিনি তাঁর "লোচনদাস" কবিতায় লিখেছিলেন,"অজয়ের তীরে রহিতেন কবি পর্ণকুটিরবাসী/লোষ্ট্র সমান দূরে কত ত্যক্ত বিভর রাশি। "শুধু অজয়কে ভালোবেসে তিনি তাঁর কবিতায় ছন্দে এনেছেন পরিবর্তন, উপমা হয়েছে সহজ সরল, আরোও শ্রুতিমধুর। বক্তব্যের বিষয়কে কবি একই রেখে দিয়েছেন, শুধু পরিবেশনে এনেছেন নতুনত্ব। তাই কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় ক্লান্তি নেই। বরং নতুনের স্বাদে আরোও কিছুটা সময় অজয়ে ডুবে থাকা যায় অরূপ রতনের আশায়। "আমাদের সঙ্গী" কবিতায় কবি লিখেছিলেন,"অজয়ের ভাঙনেতে করে বাড়ি ভঙ্গ/তবু নিতি নিতি হেরি নব নব রঙ্গ।" কবিতায় উঠে এসেছে কবির নিজের কথা। নদীর সঙ্গে লড়াই করার ইতি বৃত্তান্ত। আমার বাড়ি "কবিতায় সেই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে,"বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে/জল সেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।" আবার কখনও ভাঙনের গল্প ভুলে কবি হারিয়ে যায় হারান দিনের নস্টালজিয়াতে। অজয় নদের অ্যালবামে সযত্নে লালিত শৈশবের ফেলে আসা দিনলিপি। তাই "বকুল তরু "কবিতায় কবি লিখেছিলেন,"পাঁচশো বছর হেতাই ছিল প্রাচীণ বকুলগাছ/অজয় নদের ভাঙনেতে পড়লে ভেঙ্গে যায়। "শৈশব যেমন অজয়কে দেখেছে, তেমনই অজয়ও আসতে আসতে মুছে দিচ্ছে ছেলেবেলার সব স্মৃতি। অভিমান যন্ত্রণার মধ্যে নদী বড়োই নীরব। দুজন দুজনের সমান্তরালে হেঁটে গেলেও কেউ কারো খবর রাখে না। তবু জীবন আর নদীর নিবিড় সম্পর্কের যে দর্শন রচিত হয় তার টানেই সভ্যতার ভীত গড়ে উঠে এই নদের তীরে। বড়ো বিচিত্র। বড়ো মোহময় নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা। যাকে দেখে অভিমান বাসা বাঁধে, আবার তার জীর্ণ রুগ্ন অবস্থায় মন খারাপ করে।" শীতের অজয়' কবিতায় কবি সমব্যাথী হয়েছেন কারন শুকনো অজয়ের আজ জলধারা স্থিমিত। তাঁর কল্পনায় অজয় তো শিশু যার বিকাশে দরকার মায়ের স্নেহ ভালবাসার পরশ। অনাহারে জীর্ণ অজয়কে দেখে কবির হৃদয় আন্দোলিত হয় কারন অজয় তাঁর প্রানের প্রতিবেশী। কবি স্বার্থপর নয়। প্রতিবেশীর কষ্টে তাঁর মন কাঁদে। তিনি লেখেন,"সিকতায় লীন শীর্ণ সলিল ধারা/আজ জননীর স্নেহ হতে যেন হারা। "কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মনে করেন,তিনি তাঁর ভাবনায় সুখী। তিনি তো কবি। আর চিন্তা মননের পথেই তো একজন কবি হেঁটে বেড়ান, আনন্দ উপভোগ করেন যা পরবর্তীকালে পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। "কবিতার সুখ" কবিতায় তাই কুমুদ রঞ্জন স্বীকার করেন,"কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ, পাইনি নি কোনো খ্যাতি ভাই/হয়েছি স্বপ্ন বিলাসী অলস অনিযোগ দিবারাতি তাই। "কবি প্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্ব বা বিষয়কে তুলেছেন - খ্যাতি বনাম সুখ। তিনি অর্থের মধ্যে জীবনকে দেখতে পাননি। নীরব বস্তুতে পরখ করেছেন প্রাণের স্পন্দন, যেখানে চলে হৃদয়ের দেওয়া নেওয়া। কবি কুমুদ রঞ্জনের সৃষ্টিতে রয়েছে সংশয়। তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর কবিতা পাঠযোগ্য। "কবিমানস" কবিতায় তিনি প্রশ্ন তোলেন,"বন্ধুরা কন আমার কবিতা কেহই পড়ে না শুনি/পড়িবার মত কি আছে তাহাতে কেন পড়িবেন শুনি। "টু বি আর নোট টু বি এর শ্বাশত দ্বন্দ্বের প্রতিমূর্তি তিনি। মনের ভেতরে অবিরাম কনফ্লিক্ট এর গতিতে সৃষ্টি হয় একের পর এক অনবদ্য সব কবিতা। থেমে যাওয়া নয়, প্রতিদিন জীবনকে শুধরে নিয়ে এগিয়ে যাবার কথাই বলতে ভালোবাসেন কবি কুমুদ রঞ্জন। কবি দেখেছেন, নদীকে ঘিরে রাজনীতি,সামাজিক শোষণ। বন্যার কবলে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান যখন শাসকের রাজধর্ম তখন সেই শাসকই তার প্রজাকে অনুগত ভূতে পরিনত করে, যাতে সে তার মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। বারবার বন্যা হয়েছে। অতি বৃষ্টিতে সেটাই স্বাভাবিক। দরকার নদী সংস্কার। কবি বলছেন,"বন্যা হয়েছে হয়েছে এবং প্রতিকার নাই যবে। "বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কবি তাই নিজেই বলে দিচ্ছেন,"ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে। "কারন কবি মনে করেন, গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গ্রামই সভ্যতার সোপান। শাসককে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। "পল্লী হতেছে অবাসযোগ্য রুক্ষ হে ভগবান/শহর বাঁচুক সঙ্গে তাহার পল্লীকে বাঁচাইও/.. রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আলিছে কম্বল পিছু পিছু। "বন্যতে জীবন দুর্বিষহ, গৃহহীন, ভেসে গেছে বসতবাড়ি। "অজয়ের প্রতি" কবিতায় কবি প্রতিবাদ করেন তাঁর প্রিয় অজয়ের বিরূদ্ধে,"তোমার এ বারি নয় তো অজয় - এ বারি গরল ভরা/তোমার স্নেহের কনা নাই এতে এ শুধু বিষের ছড়া। "কবি বিশ্বাস করতে পারছেন না ভালবাসা এতো নির্মম। প্রেম যেমন গড়তে জানে তেমনই ভাঙতেও জানে। শূন্যতায় যে যাত্রার শুরু শূন্যতাতেই তার ইতি। দর্শন সরণে এ পদার্থবিদ্যা বড্ড জটিল অথচ মৌলিক। তাই আক্ষেপের মধ্যেও ত্যাগের বার্তা লুকিয়ে,"কতো বার বাড়ী ভাঙ্গিলে তুমি হে - গড়ি বা আমি কত/বিপদ যে তোমার দুর্দমনীয় - বড়োই অসংগত। "কবি কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় তাই পল্লীজীবনের সাহিত্য ভাবনায় যেমন প্রাণের বাংলার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসাকে উজার করে দিয়েছেন আবার কখনও সমাজজীবনে তিনিই রচনা করেছেন ব্যঙ্গ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের স্বাদে ফিরে যান সাবেক বাংলার তুলসিমঞ্চ, সন্ধ্যা প্রদীপ,মঙ্গল শঙ্খর ইতিহাসে। তবে এতো কথা,এতো গল্পের আড়ালে বয়ে গেছে অজয়, এ যেন ব্রিটিশ কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের টেমসের রূপকথা। কবি কুমুদ রঞ্জনের আর অজয় সমার্থক। অজয়ের পাড়েই বসেই তার জেগে উঠে বাঙালি সত্তা। তিনি লেখেন,"আমরা বাঙালি হয়তো বা বটি দুষি/মোদের নিন্দাকে যার যত খুশী। "অজয়কেই তিনি তাঁর সব অব্যাক্ত ব্যাক্ত করেছেন। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের কাছে অজয়ই সেই ক্ষুধিত পাষাণ বা জসীমউদ্দীনের নকশি কাঁথার মাঠ যা আজও প্রবাহের স্রোতে কথা বলে যায়।

কবিতা

সুদূরপ্রসারী

পশুপতি ভদ্র

বাঙ্ময় প্রভাব,
বিনিময়ে তুমি যেন স্বর্গীয় বিস্ময়ে সুদূরপ্রসারী,
এই মুহূর্তে জুটেছে কত স্বনামধন্য স্বভাব,
তুমি কী সমমূল্যে সওয়ারী?

বুদ্ধিজীবী, পিছনপানে দিচ্ছে দৌড়,
পৃথিবীর পথে ভেঙে স্বমহিমায় এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত,
গোপন শলা, - শপথ গ্রহণে শক্তিশালী বাক্য,
গভীর জ্ঞানে শব্দগুলো হয়ে উঠল জ্ঞানী,
ক্ষমতার খোঁজে ওরা যেন সুযোগ সন্ধানী।

অতঃপর বিসর্জিত শরম,
রাত্রি জাগরণে গদগদ স্বভাবে অসাধারণ সাফল্য,
নেমে যাচ্ছে, - নামতে গিয়ে ভীষণ নাব্য,
সন্দেশখালিতে গমণ,- একদল স্বনামধন্য কবি,
অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে ছোট্ট এক স্ফুলিঙ্গ,
যুদ্ধযাত্রায় অশোক, এই মুহূর্তে ছাপান্ন পীঠ,
পরিবর্তনে মহারথী, - কৌশলে ভীমরতি!

নববর্ষের লেখা

কিশলয় গুপ্ত

আসুন- বসুন- বলুন- এবার
আর কী আছে দেবার
দেখুন,হাত বাড়িয়েই আছি
যেমন দেবেন- দিন।

চেঁচান- হাসুন- কাঁদুন- আবার
কী আর আমার বাবার
শুনুন,পা গুটিয়েই বাঁচি
এবং আজন্মকাল ঋণ।

হাঁটুন- খাটুন- চাটুন- ভেবে
পাপটা কে আর নেবে
ভাবুন, বুকের কেমন দোষ
সে তো মস্ত একটা জ্বীন।

হাঁচুন- নাচুন- বাঁচুন- এবার
সুযোগ তো দিন সেবা'র
লিখুন, কিছু আফশোষ
আজও পাইনি আলাদিন।

ভালো মানুষ

সমীর কুমার ভৌমিক

ও:! ওনারা? ওনারা খুব ভালো মানুষ।
কিন্তু কী জানি কেন --
আমার প্রসঙ্গ এলেই ওদের ভয়, সংশয়
জানি না কেন ওদের মুখ বিকৃত হয় !

ওদের ছেলে মস্ত বড়ো চাকরি করে
যদিও তার কালি-কলম-অক্ষরে
আছে কিছু অধমের স্বাক্ষর,
তবুও তো আজ আমি অনেকটা পর!

ওনারা এখন যে বাড়িতে থাকে
সেখানেও আছে আমার স্মৃতি গাঁথা
হয়তো প্রতিটি ইটের সাথে,
প্রতি কার্নিশ জানে আমাকে !

ওরা তো দূরের কেউ নয়!
আমার খুব কাছের, আপন
বুঝতে পারিনি আমি তবুও ওদের মন!
তবু কেন আমাকে নিয়েই এতো ভয়,সংশয়
কেন যে ওদের মুখ বিকৃত হয়?
ওরা তো খুব ভালো মানুষ !

অগ্নিঝরা দিন

লাবনী খানম

রৌদ্রজ্বল দিন তপ্ত খরা
খাঁখাঁ করে বিল,
ধানের চারা যায় শুকিয়ে
কোথায় পাই রে ঝিল?

নগ্ন পায়ে যায় না হাঁটা
মৃত্তিকায় ঢের তাপ,
দেহে ঝরে ঘামের বর্ষণ
মাথায় পড়ে চাপ।

গাছের পাতা আর নড়ে না
সেথায় বায়ু নাই,
বিদ্যুৎ পাখার গরম বাতাস
শান্তি নাহি পাই।

বৈশাখের এই দাবদাহে
হাঁসফাঁস করে প্রাণ,
বাঁচাও ওগো মহান প্রভু
ভরুক সবার জান।

চারদিকে আজ ধূ-ধূ মরু
চাই চাই শুধু জল,
ধরায় নামাও বর্ষা -বারি
অঝোর ধারার ঢল।

ইয়াংমাকুম পাহাড়

শীতল চট্টোপাধ্যায়

ইয়াংমাকুমের এইখানেও
জন্মগত সূত্রের সবুজ পাহাড় ছিল একদিন,
ছিল তার আপন পাহাড়ী সৌন্দর্য্য।
কবে যেন পাহাড় আশ্রিত
কোনো মানুষের চোখ
অস্ত্র হয়ে ওঠে হঠাৎ।
এই পাহাড়ের দৃশ্যমান সবুজকে
দৃশ্যহীন করা শুরু করে তারপরই।
হৃদয় ক্রমশ ডিনামাইটের শক্তিতে
শক্তিশালী হয়ে উঠে
পাহাড়ের মুন্ডচ্ছেদ করে
তৈরী করে নেয় পাহাড়ী মেঝে,
তার ওপর গড়ে তোলে
প্রকৃতি বিনাশের সাক্ষ্য স্বরূপ
পর্যটন কেন্দ্র, শুরু হয় পর্যটক টানার
নতুন বাণিজ্য।
আস্ত পাহাড়কে কবর দিয়ে
তার ওপর গড়ে ওঠা
ব্যক্তিগত টাকার পাহাড় এক।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

শান্তিতে ভোট হোক, কালীঘাটে প্রার্থনা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ভোট দিচ্ছে জলপাইগুড়ি, কোচবহার, আলিপুরদুয়ার। এদিকে ভোটের সকালে সোজা কালীঘাট মন্দিরে চলে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দিলেন পুজো। প্রথম দফার ভোট যাতে সুষ্ঠভাবে, শান্তিতে হয় সে কারণেই পুজো রাজ্যপালের। রাজ্যপাল জানান সকালে তাঁর কিছু কর্মসূচি আছে তারপরে সারাদিনই তিনি তাঁর পিস রুমে থাকবেন। উত্তরবঙ্গের সফর বাতিল হলেও যেখানে অশান্তির খবর আসবে সেখানেই তিনি ছুটে যাবেন বলে জানান রাজ্যপাল। এদিকে এদিন সকালে ভোট পর্বের শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে অশান্তির ছবি সামনে আসে। সবথেকে বেশি অশান্তির ঘটনা দেখা গিয়েছে কোচবিহারে। তপ্ত হয়েছে দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি, ভেটাগুড়ি। সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছে বেশ কিছু অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে সিভি আনন্দ বোস বলেন, রাজ্যপাল হিসেবে তিনি তার যে ভূমিকা সেটা তিনি পালন করবেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন। ইভিএম জোর করে খারাপ করা হয়েছে। এমন অভিযোগ এসেছে কোচবিহার থেকে। কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার থেকেও অভিযোগ আসছে। সেগুলি রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছেন বলে খবর। অন্যদিকে রাজ্যপালকে আবার কড়া ভাষায় রাজ্যপালের ভূমিকার সমালোচনা করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘ভোট চলাকালীন ‘পিস রুম’-এর নামে তৃণমূল বিরোধী প্রচারের মঞ্চ চালাচ্ছেন রাজ্যপাল।

আইনশৃঙ্খলা এখন কমিশনের দায়িত্বে। সেখানে রাজভবনের কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্যপাল পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।’ প্রসঙ্গত, এদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত বাংলায় ভোটের হার ১৫.২৬ শতাংশ। আলিপুরদুয়ারে ১৫.৯১ শতাংশ। জলপাইগুড়িতে ১৪.১৩ শতাংশ।

রাজভবনের ‘পিস রুম’কে কটাক্ষ কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ শুরু হতেই একের পর এক অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। তারমধ্যেই রাজভবনে পিস রুম চালু করেছেন সিভি আনন্দ বোস। এই বিষয়ে আগে থেকেই বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছিলেন, ভোটের দিন তিনি রাজভবন বসে সারাদিন ভোটের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। সেইমতো সকাল বেলা তিনি কালীঘাটে পুজো দিয়েই সোজা রাজভবনে পিস রুমে চলে আসেন। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়েন তিনি রাজভবনে বসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর সংগ্রহ করতে থাকেন। আর এই বিষয়কে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি এই পুরো ঘটনাকে বিরোধীদের প্রচার মঞ্চ বলে কটাক্ষ করেন। তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, ” পিস রুমের নামে তৃণমূলের বিরোধী প্রচারের মঞ্চ চালাচ্ছেন রাজ্যপাল।” এখানেই শেষ নয় শুক্রবার সকালে তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, “তিনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন। ভোটের দিন এমনভাবে দিল্লি নিযুক্ত পদাধিকারীর প্রচার রীতিনীতি বহির্ভূত। আইনশৃঙ্খলা এখন কমিশনের দায়িত্বে। সেখানে রাজভবনের কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্যপাল পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি ভোট আসনগুলিতে সফর বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূলের প্রতিবাদে। তাই রাজভবনকেই অপব্যবহার করছেন ভোট চলাকালীন।” প্রসঙ্গত ভোটের দিন উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপালের। কিন্তু তাঁর সফরে বিধিনিষেধ লাগায় নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানায় তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে বলা হয় রাজ্যপাল ভোটকে প্রভাবিত করতে পারেন। ভোট চলাকালীন তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভোট প্রভাব খাটাতেও পারেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু রাজ্যপাল এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জানিয়ে বলেন, ” আমার গতিবিধির অপর কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আমি চাই সারা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। তাই সারাদিন রাজভবন থেকে আমি গোটা ভোট গ্রহণের উপর নজর রাখব।” এবার সেই নজরদারিকে তৃণমূলের বিরোধী মঞ্চের প্রচার বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ।

এবার এসএসসি মামলার চার্জশিট নিয়ে শুরু তর্জা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ এসএসসি নবম-দশম ও একাদশ দ্বাদশ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা দিল ইডি। এই মামলায় এটিই প্রথম চার্জশিট। চার্জশিটে নাম রয়েছে এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া প্রসন্ন রায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহার। প্রসন্ন রায়ের ৮৩টি সংস্থার বিরুদ্ধেও চার্জশিট দিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, ২৩০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার দুর্নীতির উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। ৩০০ পাতার মূল এই চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, ১০ জনের নামের উল্লেখ রয়েছে এখানে। স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা, ‘মিডলম্যান’ প্রসন্ন রায়ের মত জনা দশেকের নাম রয়েছে এই চার্জশিটে বলেই খবর। উল্লেখ রয়েছে, ৯০টির কাছাকাছি সংস্থার নামেরও বলে খবর। এমনও খবর, এই চার্জশিটের পাশাপাশি আদালতে প্রায় ১৭ হাজার পাতার নথিও জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল শান্তিপ্রসাদকে। অন্যদিকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার হন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ‘মিডলম্যান’ হিসাবে অভিযুক্ত প্রসন্ন রায়। ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রসন্ন। তবে তার আগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট থেকে সে সময় জামিনও পান। পরে প্রসন্নর বাড়ি, অফিসে ইডি তল্লাশি চালায়। লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট না হওয়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

বাস নিয়েও রাজ্যের ভূমিকায় বিরক্ত হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ রুটের কোনও পারমিট নেই, অথচ বহাল তবিয়তে চলছে বাস। কলকাতা, বাবুঘাট এলাকায় এরকমই একাধিক বাস চলাচল করছে বলে অভিযোগ গিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলাকারীর আর্জি ছিল, এখানে কত সংখ্যক পারমিটহীন বাস চলে আদালতে তাঁর বিস্তারিত রিপোর্ট দিক রাজ্য। সেই মামলায় আগেই রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল আদালত। কিন্তু তারা তা নেয়নি বলে এবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। শুধুমাত্র শোকজ ও ফাইন করেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। রাজ্যের এহেন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, শুধু শোকজ করলে চলবে না। কড়া ব্যবস্থাও নিতে হবে। দরকার পড়লে লাইসেন্স বাতিল করতে হবে বলেও মন্তব্য আদালতের। এ সংক্রান্ত এক মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই প্রধান বিচারপতি বলেন, বাসে জিপিএস লাগানোর ব্যাপারে পরিবহণ দফতর কী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, তা আদালতকে জানাতে হবে। প্রধান বিচারপতি শহরের বাস পরিষেবা প্রসঙ্গকেও সামনে রেখে মন্তব্য করেন, ‘অন্যান্য রাজ্যের লোকাল বাসে পর্যন্ত ফ্যান লাগানো থাকে। আমার রাজ্যে আসুন দেখবেন কীরকম বাস সার্ভিস।’ আদালত জানায়, শুধু ফাইন করে ছেড়ে দিলেই চলবে না। দেখতে হবে আবারও সেই বাস এই রুটে ঢুকছে কি না। পাশাপাশি পরিবহণ দফতরকে অনুসন্ধান করে দেখতে বলা হয়েছে, কাদের ইন্টার স্টেট অনুমোদন রয়েছে। কোর্টের নির্দেশে রাজ্য পরিবহণ দফতরের সচিব ও ডেপুটি কমিশনার ট্রাফিককে নিয়ে কমিটিও তৈরি করা হয়। তারা রিপোর্ট দিয়ে জানায়, ৭৪ জনকে শোকজ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, শোকজের পর তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে রিপোর্টে উল্লেখ নেই কেন?

জলের অপচয়, অধিবেশনে ক্ষোভ প্রকাশ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ শহর থেকে গ্রামবাংলা ফুটছে গরমে। প্রবল তাপদাহে ভরসা বলতে ‘একটু জল’। পানীয় জল ছাড়া আর যেন কিছুই ভাল লাগছে না। আর এই জলই এখন অপচয় হচ্ছে খাস কলকাতায় বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগ পেয়ে তেতে উঠেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কারণ কোনওভাবেই এই জল অপচয় ঠেকানো যাচ্ছে না। এটা রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করেছেন কলকাতার বাসিন্দারা বলে অভিযোগ। এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মবানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন ছিল গতকাল। সেখানে পানীয় জলের অপচয় নিয়ে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে প্রশ্ন করেন। এই তীব্র গরমে পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিজের মতামত দেন মেয়র। তখনই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। যে পানীয় জলের জন্য কলকাতা পুরসভা এত ব্যবস্থা করেছে সেই জল অপচয় হচ্ছে শুনে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি মেয়র। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘জলের চাহিদা বাড়ছে বলে সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। আর এই প্রচণ্ড গরমে জলস্তর নেমে যায়। সেখানে জলের অপচয় করা ঠিক নয়। মাথাপিছু ১৫০ লিটার জল খরচ এখন গরমের জন্য বেড়েছে। পানীয় জলের অপচয় ঠেকাতে পুরসভা থেকে উত্তর কলকাতায় ১ থেকে ৬টা ওয়ার্ডে ওয়াটার মিটার বসানো হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি–সহ ৫ ওয়ার্ডে ওয়াটার মিটার ইনস্টল রয়েছে। সেই মিটার চুরি এবং ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ আসছে।’ আর জলের অপচয় বাড়ছে। তাঁর কথায়, ‘গরমে পানীয় জলের চাহিদা বাড়ে। তাই সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়।

এজেন্টদের বুথের বাইরেই বসিয়ে রাখার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটের দিন সকালে এক আশ্চর্য চিত্র ধরা পড়ল মাথাভাঙা একটি বুথে । সমস্ত দলের পোলিং এজেন্টদের বুথের বাইরে বসিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল। মাথাভাঙার ১৪৯ নম্বর বুথের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। পোলিং এজেন্টদের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে সকাল থেকেই সব দলের পোলিং এজেন্টদের বুথের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়। তাঁদের অভিযোগের তীর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের বিরুদ্ধে। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত এই জওয়ান সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন বেনিয়মের অভিযোগ আসছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তার মধ্যে এই অভিযোগে স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে প্রিসাইডিং অফিসার কোনও কথা বলতে চাননি। তিনি নিরুত্তর ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ,“আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে কি কেউ ভয় দেখাচ্ছে?” তিনি কোনও জবাব দেন না। অপর দিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান বলেন, “আমি কিছু জানি না। প্রিসাইডিং অফিসার জানেন।” এক পোলিং এজেন্ট অভিযোগ করেন, “সিআরপিএফ এক আধিকারিক প্রিসাইডিং অফিসারকে থাপ্পড় মারার হুমকি দিয়েছে।” ইতিমধ্যে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। সেক্টর অফিসারের হস্তক্ষেপে আপাতত সব পোলিং এজেন্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে বসতে পেরেছেন। যদিও খবরের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ভোটের প্রথম দিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশনে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। সমস্ত দিকের উপর কমিশন তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

ক্রীড়া-সংবাদ

‘জয় তো জয়ই’- মনে হচ্ছে পান্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ১৯২ রানের পুঁজি ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। ১৪ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ১১১ রানে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের ৭ উইকেট ফেলেও দিয়েছিল। তবে সে ম্যাচ জিততেই রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয়েছে মুম্বাইয়ের, পাঞ্জাব তো প্রায় হাতের মুঠোয় এনেও ফেলেছিল জয়। কিন্তু মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে জয়টিই বড় কথা, কীভাবে এল তা নিয়ে ভাবতে চান না। শেষ পর্যন্ত ৯ রানে জেতা ম্যাচটি নিয়ে পান্ডিয়া বলেছেন, ‘দারুণ একটি ক্রিকেট ম্যাচ। আমার তো মনে হয় সবার স্নায়ুর পরীক্ষা হয়ে গেছে। ম্যাচের আগেই আমরা কথা বলেছিলাম—আমরা কেমন সেটির পরীক্ষা এ ম্যাচে হবে। সেটি ছাড়া আর কিছু ছিল না আসলে।’ ২৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলা পাঞ্জাব ব্যাটসম্যান আশুতোষ শর্মার দারুণ প্রশংসাও করেছেন পান্ডিয়া। শুরুতে চাপে পড়লেও পাঞ্জাবের অমন ঘুরে দাঁড়ানোতেও অবাক নন তিনি, ‘স্বাভাবিকভাবেই তখন এগিয়ে গিয়েছি বলে মনে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা এটাও জানি, আইপিএলের এমন ম্যাচ হাজির করার স্বভাব আছে। যেখানে প্রতিপক্ষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ঠিক সে রকমই ব্যাপার ছিল এটি।’ এ মৌসুমে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে সময়টা ঠিক সুবিধার যায়নি মুম্বাইয়ের। আরও অনেক মৌসুমের মতো এবারও তাদের শুরুটা হয়েছে হোঁচট খেয়ে। টানা তিন ম্যাচ হারের পর অবশ্য ছন্দ ফিরে পাচ্ছে দলটি, সর্বশেষ ৪ ম্যাচের ৩টিই জিতে এখন পয়েন্ট তালিকার সাতে আছে। গতকালের জয়টি দাপুটে না হলেও মুম্বাই অধিনায়কের তাই কিছু যায় আসে না, ‘আমরা টাইমআউটে কথা বলেছি। যে তোমরা জানো আমরা কতটা সুন্দর খেললাম, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা শুধু এটা নিশ্চিত করব যে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।’ এরপর তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, বোলিংয়ে অনেক জায়গা আছে যেগুলোর দিকে আমরা নজর দিতে পারি। এবারের মতো আলগা বল যাতে সামনে না করি। হ্যাঁ ব্যাটাররা মোটামুটি ভালো শট খেললেও এটাও বলতে হবে, কয়েকটি বিভাগে এবং কয়েকটি ওভারে আমরা বেশ আলগা ছিলাম। তারই মাশুল হিসেবে ম্যাচ এতদূর এসেছে। তবে যা-ই হোক না কেন, জয় তো জয়ই।’ হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে। দুজনেই অলরাউন্ডার। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক পান্ডিয়া এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলা ৫ ম্যাচের ৫ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ১২৯ রান। গড় ৩২.২৫ আর স্ট্রাইক রেট ১৫৩.৫৭। বল হাতে ১৫ ওভার করে নিয়েছেন মাত্র ৩ উইকেট। অন্যদিকে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ৫ ইনিংসে শিবম দুবে ৪৪ গড় ও ১৬০ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৭৬ রান। তিনি যে খেলছেনই শুধু ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ হিসেবে!

২০ ওভারের ম্যাচ যখন ২ বলেই শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ২ বল। রাওয়ালপিন্ডিতে দীর্ঘ অপেক্ষার পর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য ছিল এতটুকুই। ম্যাচকে ঘিরে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সুবিধার ছিল না, শেষ হাসিটা শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিরই। তবে বৃষ্টিতে চূড়ান্তভাবে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই রেকর্ড বইয়ের ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে ম্যাচটা। এমনিতে কোনো ম্যাচে টস হলেই সেটি রেকর্ডে যুক্ত হয়। মানে ম্যাচটি খেলোয়াড়, দলের পরিসংখ্যানে গণ্য হয়। টস হওয়ার পর কোনো বল হওয়ার আগেই পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সংখ্যা ১২টি। ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডারবানে ভারত ও স্কটল্যান্ড ম্যাচে প্রথমবার হয়েছিল এমন। স্কটল্যান্ড টসে জিতলেও মাঠে গড়াতে পারেনি একটি বলও। সর্বশেষ গত বছর একই দিনে এমন দুটি ম্যাচ দেখা যায় বুলগেরিয়ার সোফিয়ায়। চার জাতি টুর্নামেন্টে প্রথমে ক্রোয়েশিয়া-তুরস্কের পর বুলগেরিয়া-সার্বিয়া ম্যাচে টস হলেও কোনো বল হয়নি। তবে মাঠে বল গড়িয়েছে, এমন ম্যাচগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ এখন যৌথভাবে দুটি। দুটিতেই আছে নিউজিল্যান্ডের নাম। ২০১৩ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের পর গতকাল রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ স্থায়ী হয়েছে ২ বল। মজার ব্যাপার হলো, ২ ম্যাচেই স্কোরটা একই—০.২ ওভারে ২/১। দুই ম্যাচেই একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন দ্বিতীয় বলে। ওভালে নিউজিল্যান্ড পেসার মিচেল ম্যাকলানাহানের বলে আউট হয়েছিলেন ইংলিশ ওপেনার মাইকেল লাম্ব, গতকাল শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে আউট হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের অভিষিক্ত ওপেনার টিম রবিনসন। এ দুটি ম্যাচের বাইরে ১০ বল বা এর নিচে ম্যাচ আছে আরও দুটি। ২০২০ সালে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার ম্যাচটি টিকে ছিল ৩ বল।

বুমরার জন্যও কঠিন টি-টোয়েন্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ সামর্থ্য থাকলে যশপ্রীত বুমরাকে ফাস্ট বোলিংয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি দিতেন ইয়ান বিশপ। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফাস্ট বোলারের যোগাযোগের সামর্থ্য, জানাশোনা, প্রকাশের ধরন—সবই পছন্দ ধারাভাষ্যকার বিশপের। বুমরাকে ‘প্রফেসর’ ট্যাগ দিয়ে বিশপ বলেছেন, উঠতি পেসারদের জন্য বুমরার লেকচারের ব্যবস্থাও করতেন তিনি এবং সেটি করতেন বুমরা অবসর নেওয়ার আগেই। গতকাল রাতে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে বুমরার ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সের পর এক্সে এমন বলেছেন বিশপ। মুম্বাইয়ের ১৯২ রানের জবাবে ১৮৩ রান তুলেছে পাঞ্জাব, এমন ম্যাচেও বুমরা মাত্র ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। নিজের চতুর্থ বলে দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে রাইলি রুশোকে বোল্ড করেছেন বুমরা, চোখে লেগে থাকার মতোই এক ডেলিভারি ছিল সেটি। রুশোর যেন কিছুই করার ছিল না সে বলের বিপক্ষে। যাঁর সামনে প্রায়ই ব্যাটসম্যানদের এমন অসহায় হয়ে পড়তে হয়, সেই বুমরাই বলছেন, টি-টোয়েন্টির এই যুগে বোলারদের কাজ কতটা কঠিন। আইপিএলের এ মৌসুমেই সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড দুবার গড়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, টি-টোয়েন্টির এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও দেখা গেছে। কিন্তু এমন মৌসুমেও ৭ ম্যাচে মাত্র ৫.৯৬ ইকোনমিতে বোলিং করে বুমরা নিয়েছেন ১৩টি উইকেট। তবে বুমরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, বোলারদের কাজটা কত কঠিন, ‘এ সংস্করণে ব্যাটিংয়ে মাত্রা এমনভাবে বাড়ছে, বোলারদের কাজ একটু কঠিন। সময়ের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়ের নিয়মও বোলারদের পক্ষে নেই সেভাবে। কারণ, এতে ব্যাটিং লাইনআপ বেড়েই চলেছে। যখন অতিরিক্ত বিকল্প থাকবে, তখন আপনি অর্ধ-বোলার হয়ে যাবেন।’ এমন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকাটাই মূল ব্যাপার, মনে করেন বুমরা, ‘কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারগুলো ঠিক আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন যা করা যায়, নিজের সামর্থ্যের সেরাটুকু দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া। যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের ওপর আস্থা রাখা।

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে ইতালির পাঁচ ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী আসরে ইতালির সিরি আ খেলবে পাঁচটি ক্লাব। এমনকি সংখ্যাটা ৬-ও হতে পারে। চলতি মৌসুমে ইতালিয়ান দলগুলোর ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ভালো করার কারণেই এমন বাড়তি সুবিধা পেতে যাচ্ছে সিরি আ। বর্তমানে চ্যাম্পিয়নস লিগের চূড়ান্ত পর্বে সিরি আ থেকে খেলে ৪টি দল। সমানসংখ্যক দল খেলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা এবং বুন্দেসলিগা থেকেও। ইউরোপীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ উয়েফার কো-এফিশিয়েন্ট স্কোরে এগিয়ে থাকায় লিগগুলো থেকে বেশি দল টিকিট পায়। চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন ৩২টি দল খেললেও আগামী বছর থেকে খেলবে ৩৬টি দল। বাড়তি ৪ দলের দুটি টিকিট দেওয়া হবে উয়েফার প্রতিযোগিতায় ভালো করা লিগগুলোকে। বর্তমানে উয়েফা আয়োজিত তিনটি প্রতিযোগিতা চলছে—চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ এবং কনফারেন্স লিগ। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে সিরি আর কোনো দলই উঠতে পারেনি, তবে ইউরোপার সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে এএস রোমা ও আতালান্তা। এ ছাড়া কনফারেন্স লিগের শেষ চারে উঠেছে ফিওরেন্তিনা। সব মিলিয়ে সিরি আর তিনটি দল উয়েফার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠায় লিগটির কো-এফিশিয়েন্ট স্কোর বাকিদের চেয়ে বেশি। দলগুলো ফাইনালে যাক বা না যাক, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাড়তি দুটি টিকিটের একটি নিশ্চিত হয়ে গেছে সিরি আর। চ্যাম্পিয়নস লিগের বাড়তি টিকিট নিশ্চিতে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল, ইউরোপা লিগে লিভারপুল ও ওয়েস্ট হাম আর কনফারেন্স লিগে অ্যাস্টন ভিলা। এর মধ্যে ভিলা ছাড়া বাকি সব দলই নিজ প্রতিযোগিতার শেষ আট থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগের কো-ইফিশিয়েন্ট স্কোর না বাড়লেও লাভ হয়েছে বুন্দেসলিগার। এখন ইতালির পর দ্বিতীয় টিকিট অর্জনের পথে এগিয়ে জার্মান দলটি।

কে এই আশুতোষ শর্মা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ যশপ্রীত বুমরা ইয়র্কারই মারতে চেয়েছিলেন। সেটা অনুমান করে আশুতোষ শর্মা এক হাঁটু ভেঙে নিচু হয়ে সুইপ করে বল পাঠালেন স্কয়ার লেগ দিয়ে গ্যালারিতে। চণ্ডীগড়ের মুলানপুর স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারি তখন হাঁ হয়ে তাকিয়ে। ম্যাচ শেষে জহির খান যাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘এযাবৎ বুমরার বলে এমন সুইপ শট খেলতে আমি কাউকেই দেখিনি।’ এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, ওভারপ্রতি রান খরচ যাঁর ছয়েরও নিচে, সেই বুমরার বলে আশুতোষ সুইপে ছক্কাটি মেরেছেন বৃহস্পতিবার মুম্বাই-পাঞ্জাব ম্যাচে। শুধু ওই একটিই নয়, মুম্বাইয়ের বিপক্ষে পাঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান ছক্কা মেরেছেন মোট ৭টি। মুম্বাইয়ের ১৯২ রান তাড়ায় পাঞ্জাব মাত্র ১৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরও যে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯ রানে হেরেছে, তাতে মূল কারণ আশুতোষের ২৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস। আশুতোষের ঝোড়ো ইনিংসটি মুম্বাইকে একসময় হারের পথই দেখাচ্ছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে পারার পর ম্যাচ শেষে আশুতোষের প্রশংসাই ঝরেছে মুম্বাই অধিনায়ক পান্ডিয়ার কণ্ঠে, ‘এ ধরনের একটা ইনিংস, অবিশ্বাস্য। প্রায় সব বলই ব্যাটের মাঝ ব্যবহার করে খেলেছে। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।’ এই আশুতোষ কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন ছয় মাস ধরেই। গত অক্টোবরে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে যুবরাজ সিংয়ের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড ভেঙেছিলেন। রেলওয়ের হয়ে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে আশুতোষ ফিফটির মাইলফলক স্পর্শ করেন মাত্র ১১ বলে, পেছনে পড়ে যায় ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যুবরাজ সিংয়ের ১২ বলে ফিফটির রেকর্ড। গত সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৯ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে দ্রুততম টি-টোয়েন্টি ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং। এই তালিকায় আশুতোষের নামটা দ্বিতীয়। ২৫ বছর বয়সী আশুতোষ আইপিএল খেলছেন এবারই প্রথম। যদিও বয়স অনুসারে আরও আগেই তাঁর আইপিএল দলগুলোর নজরে পড়ার কথা। মধ্যপ্রদেশের বয়সভিত্তিক দল হয়ে ২০১৮ সালে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে অভিষেক হয়েছিল আশুতোষের। সে মৌসুমে তিনটি ফিফটিসহ রান করেছিলেন ২৩৩, যা দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কিন্তু পরের মৌসুমে কোচ পরিবর্তন হওয়ার পর দল থেকে বাদ পড়েন আশুতোষ। সে ঘটনার বিষয়ে ক্রিকইনফোকে আশুতোষ বলেন, ‘নতুন কোচ আমাকে পছন্দ করতেন না। আমি তখন বিষণ্নতায় পড়ে গিয়েছিলাম। করোনা মহামারি আসার পর একসঙ্গে ২০ জনের বেশি দলের সঙ্গে নেওয়া হতো না। দলের সঙ্গে থাকার সুযোগও হতে না।’ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই দল থেকে বাদ পড়ার ওই ঘটনায় পরবর্তী দু-তিন বছর খুব বাজে সময় কেটেছে বলে জানান আশুতোষ। শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে টানা চার বছর না খেলার পর আশুতোষের ক্যারিয়ার পুনরুত্থানে ভূমিকা রাখে রেলওয়ে। রেলওয়ে দল তাঁকে ২০২৩ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে খেলায়।

বক্স অফিস

ডিপফেক ভিডিওর শিকার রণবীর সিংও

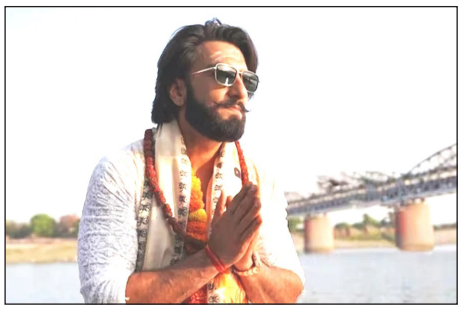

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ এতদিন তাকে কখনও রাজনীতির সাতে-পাঁচে দেখা যায়নি, সেই অভিনেতাকেই কিনা এবার লোকসভা ভোটের আবহে মোদি বিরোধী প্রচারে দেখা গেল! আর সেই ভিডিওতে রণবীর সিংয়ের মন্তব্য ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠল, রামমন্দির উদ্বোধনে ডাক পাননি বলেই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করছেন? বিতর্ক তুঙ্গে। কোন দলের হয়ে সুর চড়ালেন রণবীর সিং? সম্প্রতি বারাণসিতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। মনীশ মালহোত্রার এক ফ্যাশন শোয়ের জন্য। সেখানে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজোও দেন। আর সেখান থেকেই বলিউড খিলজির এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে নমো ঘাটে বসেই নমোকে কটাক্ষ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "মোদিজীর একমাত্র লক্ষ্য আমাদের দেশের দুঃখ-দুর্দশা উদযাপন করা। আমাদের দেশের বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি... আমাদের দেশ অন্যায়ের পথে এত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। তবে আমাদের নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে।" শেষপাতে ফুটে ওঠে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কথা। সত্যিই কি এই কথাগুলো রণবীর সিংয়ের? আজ্ঞে না! আমির খানের মতো রণবীর সিংও ডিপফেক ভিডিওর শিকার। সম্প্রতি বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'-এরও এরকমই একটি ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল নেটপাড়ায়। যা দেখে গ্ল্যামার দুনিয়া তো বটেই এমনকী রাজনৈতিক মহলের অন্দরেও ঝড় বয়ে যায়। এফআইআর দায়েরও করা হয়েছে আমিরের তরফে।

মা হতে চলেছেন মাসাবা, দারুন খুশি নীনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ মা হতে চলেছেন ভিভ রিচার্ডস ও নীনা গুপ্তার কন্যা মাসাবা। বৃহস্পতিবার নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিজেই শেয়ার করলেন জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার ও অভিনেত্রী মাসাবা। ইমোজির সাহায্যে সুখবর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন মাসাবা। অভিনেত্রী জানালেন, সত্যদীপ ও তাঁর সংসারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। মেয়ের মা হওয়ার খবর পেয়ে উচ্ছ্বসিত নীনা গুপ্তা। সোশাল মিডিয়াতেই তিনি লিখলেন, "আমার সন্তানের কোলে সন্তান আসছে। এর থেকে ভালো খবর আর কী হতে পারে।" মাসাবাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, পরিণীতি চোপড়া, সুনিধি চৌহানরা। গত বছর জানুয়ারি মাসে অভিনেতা সত্যদীপ মিশ্রাকে বিয়ে করেন মাসাবা। সেই বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন ভিভ রিচার্ডসও। বিয়ের ছবি পোস্ট করে মাসাবা লিখেছিলেন, "এই প্রথম আমার পুরো পরিবারকে সঙ্গে পেয়েছি। জীবনে সবটাই এখন বোনাস।

সঙ্গে মাসাবা লিখলেন, শান্ত সমুদ্রকে বিয়ে করেছি আমি।" অভিনেতা সত্যদীপ মিশ্রা এদিকে আবার অভিনেত্রী অদিতি রায় হায়দারির প্রাক্তন স্বামী। ২০১৩ সালেই অদিতির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তাঁর। তারপর থেকেই মাসাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। ২০২০ সাল থেকে পরস্পরকে ডেট করছেন সত্যদীপ-মাসাবা। সম্পর্কে ছিলেন গত বছরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সেরেছেন তাঁরা। প্রায়শই ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ঘুরতে যাওয়ার ছবি শেয়ার করতেন।

এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট ইমতিয়াজের 'চমকিলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ সদ্য নেটফ্লিক্স-এর পর্দায় মুক্তি পেয়েছে 'চমকিলা'। পরিচালক ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা মিউজিক্যাল বায়োপিক হিসেবে কেমন হল? ধান্নি রাম, সাত-আটের দশকে তখন পাঞ্জাব কাঁপাচ্ছেন। তাঁর দ্ব্যর্থক গান তখন রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। ভাগ্যচক্রে অমরজ্যোতের সঙ্গে পরিচয়। জুটিও হিট! পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী বিদেশেও একের পর এক শো করতে লাগল তারা। জুটি টিকিয়ে রাখার জন্য পয়লা স্ত্রীকে ঘরে রেখেই বিয়ে করতে হয়েছিল সহকর্মী গায়িকাকে। চমকিলা-অমরজ্যোত জুটিই ঝড় তুলে দিল। অথচ 'সভ্য সমাজে' ধান্নি রাম ওরফে চমকিলার গান নিষিদ্ধ। 'এলিট ক্লাস'-এর অন্দরমহল তো দূরঅস্ত, শামিয়ানাতেও এসব গান বাজানো বারণ। ওঁদের কথায়, নিচু জাত, চামারের ছেলে চমকিলা। আর যেসব গান লেখে, সেসব কথা কানে যাওয়াও পাপ! চমকিলার গান যেন 'নিষিদ্ধ প্রেমের ইস্তেহার'। তাই অভিজাত ঘরের কারও মুখে চমকিলার নাম শুনলেই তখন পিলে চমকে যেত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। দেওর-বউদি, শালী-জামাইবাবুকে চটুল ভাষার গান শুনে নাক সিঁটকাত তারা। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দরজা এঁটে সেসব গানই যেন তাঁদের শরীর চাঙ্গা করার টনিক হিসেবে কাজ করত। অমর সিং চমকিলার চরিত্রে অনবদ্য দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য চেহারাতেও বদল আনতে হয়েছে তাকে। তাঁর কড়া হোমওয়ার্কের ফসল দেখা গেল ইমতিয়াজ আলির ফ্রেমে। অমরজ্যোতের জুতোতে পা গলানোর জন্য পরিণীতি চোপড়াকে ওজন বাড়াতে হয়েছে। শুধু তাই নয়। একেকটা দৃশ্যে, বিশেষ করে মঞ্চে গান গাওয়ার সময়ে তিনি যেভাবে অমরজ্যোতের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আত্মস্থ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এই ছবির আরেকটা প্লাস পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। পুরনো ভিডিও সঙ্গে মিশেলে যেভাবে অ্যানিম্যানিকভাবে কিছু ডকুমেন্টেশন দেখানো হয়েছে, সত্যইই অসাধারণ। এই ছবিকে মিউজিক্যাল ড্রামাও বলা চলে। এ আর রহমানের মিউজিকে পাঞ্জাবের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। ইমতিয়াজ আলির গল্প বলার ধরণ চিরাচরিতভাবে এই ছবিতেও অনবদ্য। তবে শেষপাতে বলা চলে, চমকিলার চিত্রনাট্য আরেকটু আঁটসাঁট হতে পারত। বেশ কিছু দৃশ্য অতিরিক্ত বলে মনে হল।

৬১ বছরে এখনও তিনি শিখছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিলঃ ৬১ বছর বয়সে মানুষের জীবনে অনেক কিছু পাল্টে যায় ঠিকই। আগের মতো আর তেমন তরতাজা লাগে না। শরীরটা চলতে চায় না। অনেক বেশি বিশ্রাম চায় কাহিল দেহ। কিন্তু কলকাতায় এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি বয়সের তোয়াক্কা করেন না কখনওই। তিনি অনেকটা পুরনো ওয়াইনের মতো হয়ে গিয়েছেন। নতুন বোতলে তাঁকে ঢাললেই তরুণ হয়ে ওঠেন। যতদিন যাচ্ছে, তাঁর রূপ যেন খুলছে দ্বিগুণ। তারুণ্য যেন তাঁর কাছে বন্দি। সেই ব্যক্তির নাম প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। একটি চরিত্রের জন্য এই ৬১ বছর বয়সেও নিজেকে আমল পাল্টে ফেলেছেন বুম্বাদা (ইন্ডাস্ট্রি এই নামেই চেনে তাঁকে)। বিগত এক বছর ধরে চলেছে সেই অনুশীলন। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রর পরিচালনায় তৈরি 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ, সেই ভবানী পাঠক, যাঁর প্রশিক্ষণে তৈরি হয়েছিল দেবী চৌধুরানী। ছবিতে দেবী চৌধুরানীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে পুরোদমে অ্যাকশন করতে দেখা যাবে শ্রাবন্তী এবং প্রসেনজিৎকে। এর জন্য শ্রাবন্তীকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। লাঠি ফাইট, তলোয়ার চালানো বা মার্শাল আর্টস শিখতে হয়েছে। কেবল শ্রাবন্তীকে নয়, ৬১ বছর বয়সি প্রসেনজিৎকেও শিখতে হয়েছে এই সব কিছুই। প্রসেনজিৎ বলেছেন, "বিগত এক বছর ধরে আমার অনুশীলন চলেছে জোরকদমে। তলোয়ার চালানো শিখেছি। লাঠি দিয়ে কীভাবে মারামারি করা হত, সেটাও শিখেছি। ভবানী পাঠকের তো কোনও ছবি নেই। কিছু স্কেচ আছে। বলা হত মানুষটার নাকি ৬ ফিট উচ্চতা ছিল, চোখ লাল ছিল। তবে আমরা আমাদের মতো করে ভবানী পাঠকের চেহারা তৈরি করেছি এই ছবির জন্য।" ছবির শ্যুটিংয়ে 'ভবানী পাঠক'-এর বেশে ধরা দিলেন প্রসেনজিৎ। তাঁরও পরনে নস্যি রঙের পাঞ্জাবি, গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বড় চুল-দাড়িতে দেখা গেল তাঁকে। আর হাতে ছিল বড় একটা ত্রিশূল, আর চোখে গভীর দৃষ্টি।